R. N. No. 2532/57

Regd. No. WB/MSD—4

টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাকশন সিন্ডিকেট
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত মূল্যে
সিমেণ্টের জন্য
যোগাযোগ করুন
পঃ বঃ সরকার অনুমোদিত ডিলার
এস, কে, রায়
হার্ডওয়ার ষ্টোর্স
রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ
ফোন নং—৪

৬৫শ বর্ষ
৩৪শ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ, ২৫শে পৌষ বুধবার, ১৩৮৫ সাল।
১০ই জানুয়ারী, ১৯৭৯ সাল।

নগদ মূল্য : ১৫ পয়সা।
বার্ষিক ৭৲, সডাক ৮৲

বন্যাবিধ্বস্ত মহকুমায় গ্রাম পুনর্গঠনের কাজ শুরু হয়েছে

বিশেষ প্রতিনিধি, ১০ জানুয়ারী—বন্যাবিধ্বস্ত জঙ্গিপুর মহকুমায় গ্রাম পুনর্গঠনের কাজ দ্রুত এগিয়ে চলেছে। মহকুমা শাসক মীরা পাণ্ডে জানিয়েছেন, এই প্রকল্প রূপায়ণের জন্য মহকুমার সাতটি ব্লকে ১১,৫৩,০৫৬ টাকা ও ১৮৯৬ কুঃ গম এবং এই প্রকল্পের অধীনে গ্রামীণ সম্পদ সৃষ্টি প্রকল্পে ৫,২৮,২৪৯ টাকা ও ১১০৩ কুঃ গম মঞ্জুর করা হয়েছে। দুটি প্রকল্পে ব্লকওয়ারি অনুমোদনের পরিমাণ এই রকম : সাগরদীঘি ব্লক ১,১৫,৮৫১ টাকা, রঘুনাথগঞ্জ ১নং ব্লক ৭৩,৪৩৮ টাকা, রঘুনাথগঞ্জ ২নং ব্লক ৭,০৮,৭১৫ টাকা, সুতী ১নং ব্লক ১,৯২,২৩৪ টাকা, সুতী ২নং ব্লক ১,৫৮,২১৬ টাকা, সামসেরগঞ্জ ব্লক ২,৩৪,৪৯৭ টাকা ও ফরাক্কা ব্লক ১,৯৮,৩৫৪ টাকা। কাজের বিনিময়ে খাদ্য প্রকল্পে মহকুমার সাতটি ব্লককে দেওয়া হচ্ছে ১,৪১,০০০ টাকা। এ্যাড-হক ভিত্তিতে গৃহনির্মাণ প্রকল্পে অনুমোদিত ৫,১৩,৫১০ টাকার মধ্যে সবচেয়ে বেশী পাচ্ছে রঘুনাথগঞ্জ ২নং ব্লক—২,৮৫,৬৯২ টাকা। অন্যান্য ব্লকের মধ্যে রঘুনাথগঞ্জ (১)—১৫,৬৮৩ টাকা, সুতী (১)—৬৪,১২৩ টাকা, সুতী (২)—৩২,৪৮৩ টাকা, সামসেরগঞ্জ—৫৪,৮৮৩ টাকা, ফরাক্কা—৪৪,৯৬৩ টাকা এবং সাগরদীঘি—১৫,৬৮৩ টাকা। এ ছাড়াও গ্রামীণ কর্ম প্রকল্পে মহকুমার প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েত পাচ্ছে ১৩ হাজার টাকা। মহকুমা শাসক জানান, সমস্ত প্রকল্পই রূপায়িত হবে পঞ্চায়েতের মাধ্যমে। বন্যাবিধ্বস্ত রাস্তাঘাট সংস্কার, বাড়ী তৈরী এবং মেরামত, স্কুল সংস্কার, গ্রাম পুনর্গঠন এবং গ্রামীণ সম্পদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে প্রকল্পগুলি অনুমোদন করা হয়েছে। প্রসঙ্গতঃ স্মর্তব্য, ১৯৭৮-এর বন্যায় মহকুমার ৪২৫টি গ্রামের ৩০ হাজার বাড়ী ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

স্কুলে অসহযোগ আন্দোলন, বিক্ষোভ

রঘুনাথগঞ্জ, ৬ জানুয়ারী—বিগত বাৎসরিক পরীক্ষার সময় পাঁচ মিনিট আগে শিক্ষিকাদের উপস্থিতি, ফল প্রকাশে একদিন বিলম্ব এবং বেতন দিতে কয়েকদিন দেরী হওয়ায় বৃহস্পতিবার বার বেলায় রঘুনাথগঞ্জ উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের ১৩ জন শিক্ষিকা প্রধান শিক্ষিকার অফিসে 'শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ' প্রদর্শন করেন। শিক্ষিকাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়েছে যে, বাৎসরিক পরীক্ষার সময় ৯-৪০ এর জায়গায় ৯-৪৫-এ উপস্থিত, সারকুলার, নোটিশ ও হাজিরা খাতায় সই করতে অস্বীকার এবং নির্দেশ অনুযায়ী ফল প্রকাশে অসম্মতি জানিয়ে তাঁরা প্রধান শিক্ষিকার বিরুদ্ধে অসহযোগ আন্দোলন শুরু করেন। এদিকে হাজিরা খাতা অনিয়মিত এবং ডি ডি ও (ড্রইং এ্যাণ্ড ডিসবারসমেণ্ট অফিসার) এস ডি ও পর পর কয়েকদিন অনুপস্থিত থাকার

(৩য় পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জায়গায় অবৈধ বাড়ী

সাগরদীঘি, ১০ জানুয়ারী—এই ব্লকের বালিয়া অঞ্চলের উত্তর বালিয়া সেখপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য নির্দিষ্ট জায়গায় অবৈধভাবে ব্যক্তিগত বাসগৃহ তৈরীর কাজ শুরু হয়েছে বলে গ্রামবাসীদের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে। জানানো হয়েছে, ১৯৭৩ সালে ২৪ শতক জায়গায় তিনজন যুবক ও গ্রামবাসীদের চেষ্টায় বিদ্যালয়টি তৈরী হয়। গ্রামের একজন প্রভাবশালী ব্যক্তি নাকি জায়গাটি তাঁর নামে রেজিষ্ট্রি করে দিতে বলায় শিক্ষকরা তাঁর কথা উপেক্ষা করেন। কারণ, জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকের জায়গা নতুন করে কারো নামে রেজিষ্ট্রী করা চলে না। শিক্ষকদের এই বক্তব্যে প্রভাবশালী ব্যক্তিটি নাকি ক্ষুব্ধ হন এবং মামলা রুজু করার হুমকি দেন। সর্বশেষ সংবাদে জানা গিয়েছে, বিদ্যালয় পরিদর্শকের অনুমতি ছাড়াই ব্যক্তিগতভাবে বিদ্যালয়ের জায়গায় চার ফুট মত মাটির দেওয়াল তোলা হয়েছে। গ্রামবাসীরা এ ব্যাপারে প্রশাসনের হস্তক্ষেপ প্রার্থনা করছেন।

সুলেখক লোকান্তরিত

অরঙ্গাবাদ, ৫ জানুয়ারী—সুলেখক রমেন্দ্রকৃষ্ণ গোস্বামী গতকাল তাঁর জগতাই বাসভবনে পরলোকগমন করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৮ বছর। বাঙলাদেশের পণ্ডিত সমাজে সুলেখক ও ধর্মশাস্ত্র ব্যাখ্যাতারূপে তাঁর বিশিষ্ট স্থান ছিল। তাঁর রচিত 'প্রেমের ঠাকুর শ্রীগৌরাঙ্গ' এবং 'ব্রজমাধুরী' বৈষ্ণব সাহিত্যে বিদগ্ধ সমাজের অসামান্য সুখ্যাতি লাভ করেছিল। স্বাধীনতাপূর্ব যুগে জঙ্গিপুর মহকুমায় কংগ্রেস আন্দোলনের সঙ্গেও তিনি সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন।

আরো দুটি ডাকঘর

নিজস্ব সংবাদদাতা, ১০ জানুয়ারী—ডাক ও তার সপ্তাহ উপলক্ষে গত সপ্তাহে জঙ্গিপুর মহকুমায় দুটি নতুন শাখা ডাকঘরের উদ্বোধন করা হয়েছে। ৩ জানুয়ারী খোলা হয়েছে সাগরদীঘি ব্লকের আহেরীপাড়ায় এবং ৬ জানুয়ারী ফরাক্কা ব্লকের আমতলায়। এ খবর দিয়ে ডাক ও তার বিভাগের জনৈক মুখপাত্র জানিয়েছেন, মুর্শিদাবাদ জেলার গ্রামাঞ্চলে ডাক বিলি ব্যবস্থার উন্নতিকল্পে ৫৪ জন পিওন নিয়োগ করা হয়েছে চলতি আর্থিক বছরে।

চর দখলের চক্রান্ত

জঙ্গিপুর, ১০ জানুয়ারী—চরে যারা দখল নিয়ে আছে তাদের উচ্ছেদ করা চলবে না, কিন্তু নতুন করে কাউকে চরের দখল নিতে দেওয়া হবে না—বামফ্রন্ট সরকারের এই নীতির বিরোধিতা করে সম্প্রতি বামফ্রন্টেরই একটি শরীক দল রঘুনাথগঞ্জ থানার বাজিতপুর ও পিরোজপুর চর এলাকায় জমি জবর দখলের চক্রান্ত করে বলে অভিযোগ করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, জলঙ্গী ও রাণীনগর থানা এলাকা এবং নদীয়ার কোন কোন গ্রাম থেকে ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে ৬০/৭০ নমঃশূদ্রকে এই দুটি চরের জমি দখলের উদ্দেশ্যে নিয়ে আসা হয়। তাদের কাছ থেকে গোপনে নাকি পঁচিশটি করে টাকা মাথাপিছু আদায় করা হয়। খবর পেয়ে রঘুনাথগঞ্জ পুলিশ দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করে। ফলে চর দখলের চক্রান্ত ব্যর্থ হয়ে যায়।

মজুর ছুরিকাহত

রঘুনাথগঞ্জ, ৭ জানুয়ারী—শহরের উপকণ্ঠে একটি ইটখোলাতে গতকাল সকালে ছুরিকাঘাতে একজন মজুর জখম হয়েছেন বলে পুলিশ সূত্রে খবর পাওয়া গিয়েছে। প্রকাশ, ইটখোলা মালিক একই জায়গা কাটার ইজারা দু'জনকে দেওয়ায় বিরোধের সূত্রপাত হয়। গতকাল সকালে বলরাম মণ্ডল নামে একজন মজুর যখন কাজ করছিলেন, হাবল মণ্ডল নামে আর একজন মজুর পেছন থেকে তাঁকে ছুরিকাঘাত করেন। তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। পুলিশ দু'জনকে গ্রেপ্তার করেছে। বলরাম মণ্ডল ফরওয়ার্ড ব্লকের এবং হাবল মণ্ডল আর এস পি দলের সমর্থক বলে দাবি করা হয়েছে।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৫শে পৌষ বুধবার, ১৩৮৫।

মফঃস্বল সংবাদপত্রের বাঁচার তাগিদে

সহযোগী 'জনমত'-এ (৩০শে ডিসেম্বর, '৭৮ সংখ্যা) প্রকাশিত 'জেলা পত্রিকা উপদেষ্টা পর্ষদ ফ্রন্ট সরকার ঘোষিত নীতি বাস্তবায়িত করুন' শীর্ষক প্রতিবেদনটি খুবই সময়োপযোগী। প্রত্যেক মফঃস্বল সংবাদপত্রের এই সম্বন্ধে অবহিত হওয়া শুধু নয়, একটি ন্যায্য দাবী যাহা দীর্ঘদিন ধরিয়া উপেক্ষার অন্তরালে থাকিয়া যাইতেছে, তাহার সম্পর্কে সোচ্চার হওয়া একান্ত প্রয়োজন।

প্রতিবেদনে বলা হইয়াছে যে, সম্প্রতি বহরমপুরে পঃ বঃ রাজ্য তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের সেক্রেটারী ডঃ নীতিন সেনগুপ্ত মফঃস্বল সংবাদপত্রগুলি সম্পর্কে বামফ্রন্ট সরকারের নীতি বিশ্লেষণ করিয়াছেন। বলা হইয়াছে যে, পত্রিকা যে কোন রাজনৈতিক মতাদর্শের হোক না কেন, সাম্প্রদায়িকতা, জাতিভেদ, বর্ণ বৈষম্য, প্রাদেশিকতা প্রভৃতিতে ইন্ধন না যোগাইলে সরকারী বিজ্ঞাপন পাইতে তাহার কোন প্রতিবন্ধকতা ঘটিবে না।

বামফ্রন্ট সরকারের বিজ্ঞাপন দানের এই নীতি অবশ্যই অভিনন্দনযোগ্য। কিন্তু কার্যতঃ ইহার ব্যতিক্রম ঘটিতে দেখা যায়। বিজ্ঞাপন দান তখনই সার্থক, যখন তাহা নিয়মিত পাঠক সমাজের গোচরে আসে। যে সব মফঃস্বল পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশিত হয়, প্রকাশনায় যাহাদের কোন ছেদ ঘটে না, তাহারা সরকারী বিজ্ঞাপন তেমন পায় না। অথচ মাসিক, বা পাক্ষিক বা সাপ্তাহিক পত্রিকা, যত অনিয়মিত প্রকাশনাই হোক, সরকারী দাক্ষিণ্য সেখানে প্রসারিত। প্রতি সপ্তাহে নিয়মিত প্রকাশিত পত্রিকাগুলির অনেকে কালেভদ্রে সরকারী বিজ্ঞাপন পাইয়া থাকে। ইহাতে বিজ্ঞাপন দানের মূল নীতি নষ্ট হইয়া যায়।

যাহা হউক, জেলার পত্রপত্রিকাগুলি সম্পর্কে পর্যালোচনা করিবার জন্য জেলাস্তরে একটি উপদেষ্টা কমিটি গঠিত হইয়াছে। বিজ্ঞাপন দানের ব্যাপারে বামফ্রন্ট সরকারের ঘোষিত নীতির সুষ্ঠু বাস্তবায়ন হোক, তাহা আমাদের কাম্য। এক্ষেত্রে কোন উচ্চহস্তের প্রভাব যেন না পড়ে। মফঃস্বল পত্রিকা কেন্দ্রীয় সরকার, রেলদপ্তর প্রভৃতির বিজ্ঞাপন লাভে বঞ্চিত। রাজ্য সরকারের ও জেলা শাসকের অধীনস্থ বিজ্ঞাপনগুলি মফঃস্বল পত্রিকাকে বাদ দিয়া বড় বড় দৈনিকে দেওয়া হইলে এই সব সীমিত শক্তির পত্রিকাগুলি বাঁচে কী প্রকারে?

'জনমত'-এ প্রকাশিত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে আমরা আশা করিব, এই রাজ্যের সর্বশ্রেণীর মফঃস্বল পত্রিকা—যাহারা রাজ্য সরকারের বিজ্ঞাপন লাভে বঞ্চিত হইতেছে, আজ সোচ্চার হউক এবং এই আবশ্যিক বিষয়টি সম্পর্কে সকলকে অবহিত করুক।

চিঠি-পত্র

(মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব)

গাড়ীঘাটের অব্যবস্থা

আমি জঙ্গিপুর-রঘুনাথগঞ্জ গাড়ীঘাটের অব্যবস্থার কথা বলছি। এই কুখ্যাত ঘাটের অব্যবস্থার ফলে কিছুদিনের মধ্যে মানুষ, গাড়ী, ঘোড়া প্রভৃতির সলিল সমাধির খবর আপনারা নিশ্চয়ই অবগত আছেন। তার মধ্যে কিছু কিছু ঘটনা আপনাদের পত্রিকা মারফৎ জনসাধারণের ও প্রশাসনের গোচরে এসেছে। তবু অব্যবস্থা দূর হওয়া তো দূরের কথা ঘাটের ব্যবস্থা আরও শিথিল হয়ে চলেছে। গত ৪-১-৭৯ তারিখ আমি একটি ফেরী নৌকায় জঙ্গিপুর থেকে ওপারে যাচ্ছিলাম। তাতে কম ক'রে ১৮ জন লোক ও দুখানা সাইকেল ছিল। ওপারে গিয়ে ঘাটে নৌকা ভিড়বার কোন জায়গা না থাকায়, অগত্যা ঘাটে দাঁড়িয়ে থাকা লোহার বোটে গিয়ে ধাক্কা খায়। ফলে আমাদের ফেরী নৌকার অনেকেই পড়ে যাবার মতো হয়। আমি ধাক্কার ফলে গভীর জলে পড়ে যাই। কয়েকজনের সাহায্যে আমার প্রাণ রক্ষা হয়। ঘটনাটি ঘটে ঐ দিন সকাল ৯ টায় মাঝি গাজলু সেখ পিতা নূর মহম্মদের নৌকাতে। উপস্থিত সকলের ধারণা, রঘুনাথগঞ্জের ঘাটে ঐ বিরাট লোহার বোট অহেতুক জায়গা ঘিরে দাঁড়িয়ে থাকাতে এবং ছোট ফেরী নৌকায় আনাড়ি মাঝি অতগুলো লোক নেওয়ার ফলেই ঐ দুর্ঘটনা ঘটে। প্রশাসনের নিকট অনুরোধ যাতে নিষ্প্রয়োজনে ঐ লোহার বোট ওপারে না বাঁধা থাকে এবং ফেরী নৌকার আরোহী সংখ্যা ১০ জনের অধিক না হয়, তার সুব্যবস্থা করা হোক। —বিশ্বনাথ সিংহ, মহাবীরতলা, জঙ্গিপুর।

মহকুমা শাসকের প্রতি

রঘুনাথগঞ্জ শহরের ফুলতলা মোড়ে দিনের পর দিন মাইকের অত্যাচার যেভাবে বেড়ে চলেছে তাতে আমাদের বাস করা প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে আমরা যারা কলেজ-স্কুলে পড়াশুনা করি, দিনরাত মাইকের অত্যাচারে সেই লেখাপড়ারও বিশেষ অসুবিধা হচ্ছে। দিন নাই, রাত নাই, অবিরাম কোথাও হিন্দী গান, কোথাও কমেডি, কোথাও ইংরেজী মিউজিক, লটারির প্রচার, আবার বিভিন্ন ধরনের সেলস্‌ম্যানদের তারস্বরে নিজ নিজ কোম্পানীর প্রচার—সমস্ত কিছু মিলিয়ে কান ঝালাপালা হবার যোগাড়। আর আশ্চর্যের বিষয় এর কোন নির্দিষ্ট সময় নেই। সেই সকাল ৬টা থেকে আরম্ভ হয় চলে রাত ১০টা পর্যন্ত। তাই মাননীয়া মহকুমা শাসকের প্রতি আবেদন করছি, আপনি বিনা প্রয়োজনে মাইক বাজান বন্ধ করুন। আর মাইক বাজানোর সঙ্গে যাদের জীবিকার সম্পর্ক জড়িত তাদের মাইক বাজানোর নির্দিষ্ট সময় বেঁধে দিন। আশা করি এর ফলে তাদেরও খুব একটা ক্ষতি হবে না, আর আমরাও কিছুটা শান্তি পাব।—নীলমণি চক্রবর্তী ও বামাচরণ মাহাতো, ফুলতলা, রঘুনাথগঞ্জ।

প্রকাশিত সংবাদের প্রতিবাদ

আপনার বহুল প্রচারিত জঙ্গিপুর সংবাদ পত্রিকায় ২০ ডিসেম্বর, ১৯৭৮ তারিখের সংখ্যায় প্রকাশিত 'জমি দখলদারদের অপসারণের সিদ্ধান্ত' শীর্ষক সংবাদটি পাঠ করলাম। সমসেরগঞ্জ থানার ভূমি সংস্কার কমিটির সিদ্ধান্ত পারশিবপুর চর এলাকার জাতিধর্মনির্বিশেষে আপামর জনসাধারণের নিশ্চয়ই অভিনন্দনযোগ্য। আইন শৃঙ্খলা অক্ষুণ্ণ রাখতে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কয়েক দফা কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন বলে প্রকাশ। গত ১৩ ডিসেম্বর চরের ৪ নং কলোনীর একজন উদ্বাস্তুকে মারধোর এবং ৭০৫ টাকা ছিনিয়ে নেওয়ার যে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে—তা নিছক দলবাজি। এ অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন, সাজানো ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। কাঞ্চনতলা হাই স্কুলে পাঠরত জনৈক জমি দখলদারের পুত্রের সংগে বিবাদমান দশম শ্রেণীর ছাত্র মজিবুর রহমানের বচসাকে কেন্দ্র করে বিভ্রান্তিমূলক সংবাদ প্রকাশ করা হয়েছে। এই ধরনের সংবাদ সমগ্র জাতির পক্ষে ক্ষতিকারক। —সুধীরকুমার দাস, সম্পাদক, রতনপুর পুনর্বাসন কলোনী কল্যাণ সমিতি, ধুলিয়ান।

রেলের মাল পাচার হাতেনাতে গ্রেপ্তার

অরঙ্গাবাদ, ৮ জানুয়ারী—গতকাল সকালে জাতীয় সড়কের চাঁদের মোড় ও আহিরণের মাঝে রেলের কিছু স্লিপার ও ফিসপ্লেট একটি লরিতে বোঝাই করার সময় হাইওয়ে পেট্রল তিনজন পাচারকারীকে হাতেনাতে গ্রেপ্তার করে। লরিচালক পালিয়ে যায় বলে পুলিশ সূত্রে জানা যায়। লরিটি আটক করা হয়েছে।

খেলার খবর

মির্জাপুর, ১০ জানুয়ারী—সারা বাংলা স্কুল শীতকালীন খেলাধুলায় জিমন্যাষ্টিকসে মুর্শিদাবাদ জেলার প্রতিনিধিত্ব করে মির্জাপুর ডি পি হাই স্কুলের ছাত্রী রীণা সেন ও কৃষ্ণা গাঙ্গুলী। এ্যাথলেটিকসে প্রতিনিধিত্ব করে এই স্কুলের ছাত্রী ঝর্ণা দাস, সুষমা শোশা ও বনানী দাস।

ঝর্ণা দাস ১০·২৭ মিটার সটপাট ছুঁড়ে সারা বাংলা স্কুল গেমসের সিনিয়ার বিভাগে নতুন রেকর্ড করে। সুষমা শোশা লং জাম্পে দ্বিতীয় স্থান ও বনানী দাস ডিসকাসে তৃতীয় স্থান অধিকার করে।

ঝর্ণা দাস সারা ভারত স্কুল শীতকালীন খেলাধুলায় অংশ গ্রহণের জন্য ৩১ ডিসেম্বর নাগপুর রওনা হয়। এরা প্রত্যেকে নবভারত স্পোর্টিং ক্লাবের সভ্যা।

লরি চাপা পড়ে মৃত্যু

ফরাক্কা ব্যারেজ, ৯ জানুয়ারী বল্লালপুরের কাছে জাতীয় সড়কে লরি চাপা পড়ে সামিনা খাতুন নামে একজন অন্তঃসত্ত্বা মহিলা নিহত হয়েছেন। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, দুর্ঘটনার ফলে একটি লরি উলটে গিয়ে পথচারিণী ওই মহিলার ওপর পড়ে এবং তিনি নিহত হন।

আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষ

সাগরদীঘি ব্লকের বালিয়ায় 'আমরা কজন' ক্লাবের উদ্যোগে ইংরেজী নববর্ষে আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষ উদ্‌যাপিত হয়। সঙ্গীত, শিশুদের আবৃত্তি ও হাস্যকৌতুক ছিল বিচিত্রানুষ্ঠানের অঙ্গ।

নবীনবরণ উৎসব

অরঙ্গাবাদ, ৮ জানুয়ারী—আজ স্থানীয় ডি এন কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা একটি মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নবাগত ছাত্র-ছাত্রীদের বরণ করেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ শ্রীকুমার আচার্য।

এ পক্ষের চাষবাস

এ পক্ষের চাষবাস

১৬ই পৌষ—২৯শে পৌষ

গম ঃ

গমের ক্ষেতে বেশী পাশকাঠি ছাড়ার সময় ও ফুল আসার সময় সেচ দিন। নিড়েন দিয়ে ক্ষেত পরিষ্কার রাখুন। গমের ক্ষেতে মাজরা পোকা বা জাব পোকার উপদ্রব দমনের জন্য প্রতি লিটার জলে ½ মি. লি. ফসফামিডন (যেমন ডিমেক্রন ১০০) বা ১½ মি. লি. কুইনালফস (যেমন একালাক্স ২৫ইসি) বা ২ মি. লি. এণ্ডোসালফান (যেমন থায়োডান বা থায়োনেক্স ৩৫ইসি) ৩০০ লিটার জলে মিশিয়ে স্প্রে করুন।

আলু ঃ

ধসা রোগ প্রতিরোধের জন্য আলুর ক্ষেতে এ পক্ষেও একবার ওষুধ ছিটান। ওষুধের নাম ও মাত্রা জানার জন্য অগ্রহায়ণের দ্বিতীয় পক্ষের বিজ্ঞাপনটি দেখুন।

বোরো ধান ঃ

কলমা ২২২, মাসুরী ও লাঠিশাল জাতের চারা রোয়ার কাজ এপক্ষের প্রথম দিকেই শেষ করুন। সারা পক্ষ ধরেই অন্যান্য জাতের বোরো ধানের চারা রোয়া চলবে। জমি তৈরীর সময় একরে ৮-১০ গাড়ী গোবর বা কম্পোষ্ট সার দিন। এবং মাটি পরীক্ষার ফলের ভিত্তিতে প্রাথমিক মাত্রার রাসায়নিক সার দিন। মাটি পরীক্ষা করানো সম্ভব না হ'লে, শেষ চাষের আগে লাঠিশাল, কলমা, মাসুরী ইত্যাদির জন্য একরে ৮ কেজি নাইট্রোজেন, ১৬ কেজি ফসফেট ও ১৬ কেজি পটাশ, কাবেরী ইত্যাদি স্বল্পমেয়াদী জাতের জন্য একরে ১০ কেজি নাইট্রোজেন ২০ কেজি ফসফেট ও ২০ কেজি পটাশ ও জয়া, জয়ন্তী ইত্যাদি মাঝারি মেয়াদী জাতে একরে ১২ কেজি নাইট্রোজেন, ২৪ কেজি ফসফেট ও ২৪ কেজি পটাশ দিন। কলমা ও লাঠিশালের চারা ২০ সে. মি. × ১৫ সে মি. দূরত্বে ও অন্যান্য জাতের চারা ২০ সে. মি × ১০ সে মি দূরত্বে সারিতে লাগাবেন। চারা ৫ সে. মির বেশী গভীরে লাগাবেন না।

অন্যান্য ফসল ঃ

এ পক্ষেও চীনাবাদাম, আখ, তুলা, সংকর ভুট্টা ইত্যাদি ফসল চাষ করা যাবে এবং রোয়া পেঁয়াজের চারা লাগানো যাবে। রোয়া পেঁয়াজের জন্য জমি তৈরীর সময় প্রাথমিক মাত্রায় একরে সার দেবেন ২৪ কেজি নাইট্রোজেন, ২৪ কেজি ফসফেট ও ৪৮ কেজি পটাশ। চারা লাগাবেন ১৫ সে. মি. × ১০ সে. মি. দূরত্বে।

মাটি পরীক্ষা ঃ

খালি জমি থেকে মাটির নমুনা নিয়ে এখনই পরীক্ষার জন্য নিকটবর্ত্তী স্থায়ী বা ভ্রাম্যমান মাটি পরীক্ষাগারে পাঠান। বর্ত্তমানে কলকাতা ময়দানে অনুষ্ঠিত জনমেলায় হিন্দুস্থান ফার্টিলাইজার কর্পোরেশন লিঃ-এর মণ্ডপেও মাটি পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে।

aan/
ভারত-জার্মান সার প্রশিক্ষণ প্রকল্প
১২ বি, রাসেল স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০৭১

স্কুলে অসহযোগ আন্দোলন

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

ফলে অনিবার্য কারণে শিক্ষিকাদের বেতন দিতে দেরী হওয়ায় পরশু দিন তাঁরা প্রধান শিক্ষিকাকে 'ঘেরাও' করেন। শিক্ষিকাদের পক্ষ থেকে ঘেরাওয়ের অভিযোগ অস্বীকার করে জানানো হয় যে, তাঁরা ওই দিন শান্তিপূর্ণ অবস্থান করেন। ইতিপূর্বে তাঁরা কয়েক দফা দাবি সম্বলিত একটি স্মারকলিপি দিয়েছেন, যার মধ্যে 'সৌজন্যমূলক ব্যবহার' অন্যতম। কিন্তু এখনও তাঁরা তা পাননি। এ্যাকাডেমিক কাউন্সিলের সঙ্গে আলোচনা না করেই ফল প্রকাশের অনুরোধ করা হলে তাঁরা তা মানতে চাননি এবং অসহযোগিতা করেছেন। পরীক্ষার ফলাফল প্রধান শিক্ষিকা একাই প্রকাশ করেছেন। বিক্ষোভের ফলে বৃহস্পতিবার এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হয় যে, সাড়ে এগারোটার পর সমস্ত ক্লাস বানচাল হয়ে যায়।

আজ জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য অনুরোধ জানালে শিক্ষিকারা সৌজন্যমূলক আচরণের দাবি আদায়ের বিনিময়ে নিষ্পত্তিতে রাজী হন। এ বি টি এর পক্ষ থেকে একই আবেদন জানানো হলে শিক্ষিকারা তাঁদের দাবি-দাওয়া আদায়ে অবিচল থাকেন।

শিক্ষক আবশ্যক

ডেপুটেশন্ ভ্যাকান্সিতে একজন বি এসসি (পিওর) শিক্ষক আবশ্যক। ট্রেণ্ড অগ্রগণ্য। সাতদিনের মধ্যে সম্পাদকের নিকট দরখাস্ত করিতে হইবে। সম্পাদক, সপ্তগ্রাম উৎসাহী ধরণীধর জুনিয়ার হাই স্কুল। পোঃ দফাহাট্ট, জেলা মুর্শিদাবাদ।

ঊষা হার্ডওয়ার ষ্টোর

স্থান পরিবর্ত্তন : রেডক্রশের পাশে
বাবুলবোনা রোড, বহরমপুর
মুর্শিদাবাদ
হলার, যাঁতা, ঘানি, মেশিনারী দ্রব্য বিক্রেতা।

শিক্ষিকা আবশ্যক

জঙ্গীপুর গার্লস্ জুনিয়ার হাই স্কুলের জন্য একজন শিক্ষণপ্রাপ্তা বি এস সি (বায়ো) শিক্ষিকার প্রয়োজন। বেতন ইত্যাদি গ্র্যাণ্ট ইন এড নিয়ম অনুযায়ী। উপরিউক্ত গুণসম্পন্না মহিলা প্রার্থীকে সাতদিনের মধ্যে সম্পাদক, জঙ্গীপুর গার্লস্ জুনিয়ার হাই স্কুল, পোঃ জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ) বরাবর আবেদন করিতে অনুরোধ করা হইতেছে।

রাষ্ট্রভাষার বিজ্ঞপ্তি

অনেকদিন পূর্ব্বেই শ্রীকান্তবাটী হাই স্কুলে সাংগোপালনগর (খড়খড়ির ধার) হিন্দী ভাষা শিক্ষার কেন্দ্র খোলা হইয়াছে এবং পরীক্ষা পরিচালনের ব্যবস্থা হইতেছে। আগামী এপ্রিল মাসে ওয়ার্দ্ধা রাষ্ট্রভাষা প্রচার সমিতি কর্ত্তৃক রাষ্ট্রভাষার বিভিন্ন শ্রেণীর পরীক্ষা গৃহীত হইবে। প্রতি রবিবার বৈকাল ১টা হইতে উক্ত বিদ্যালয়েই শিক্ষা দেওয়া হয়। আগামী পরীক্ষার জন্য ছাত্র/ছাত্রী ভর্ত্তি করা হইতেছে। প্রাথমিক হইতে প্রবেশ পরীক্ষা পর্য্যন্ত কোন মাসিক বেতন লাগে না।

কৃপাসিন্ধু পাণ্ডে
(প্রচারক ও পরীক্ষক)
প্রতিনিধি ওয়ার্দ্ধা
রাষ্ট্রভাষা প্রচার সমিতি।
শ্রীমুক্তিপ্রদ দাস
(হেডমাষ্টার)
কেন্দ্র ব্যবস্থাপক।

শ্রীগুরু হোমিও হল

ডাঃ ডি, এন, চ্যাটার্জ্জী, ডি, এম, এস
দরবেশপাড়া, রঘুনাথগঞ্জ
মুর্শিদাবাদ

সর্বপ্রকার হোমিওপ্যাথিক ও বায়োকেমিক ঔষধ বিক্রয় হয় এবং যে কোন ব্যাধিগ্রস্ত (Acute or Chronic) রোগীর চিকিৎসা হয়

সবার প্রিয় চা—
চা ভাণ্ডার
রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাট
ফোন—১৬

১নং পাটনা বিড়ি, ১নং আজাদ বিড়ি
সিনিয়র রুস্তম বিড়ি
বঙ্গ আজাদ বিড়ি ফ্যাক্টরী
পোঃ ধুলিয়ান (মুর্শিদাবাদ)
সেলস্ অফিস : গৌহাটি ও তেজপুর
ফোন : ধুলিয়ান—২১

বহরমপুর—রঘুনাথগঞ্জ ভায়া সাগরদীঘি রুটে স্বাচ্ছন্দ্যে যাতায়াতের জন্য নির্ভরযোগ্য বাস
নেশার বাস সারভিস
(ভারতের যে কোন স্থানে ভ্রমণের জন্য বিজারভ দেওয়া হয়)

মিত্র বস্ত্রালয়
রঘুনাথগঞ্জ, দরবেশপাড়া
(মুর্শিদাবাদ)
ধুতি, শাড়, শার্টিং, কোটিং রেডিমেড ও শীতবস্ত্র সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়।

পরিবার কল্যাণ প্রকল্প রূপায়ণে
মুখ্যমন্ত্রীর আবেদন

আপনারা জানেন যে জরুরী অবস্থাকালীন বাড়াবাড়ির ফলে ১৯৭৬-৭৭ সাল থেকে এই রাজ্যে পরিবার পরিকল্পনা প্রকল্পের কাজ খুব পিছিয়ে পড়েছে। ১৯৭৭-৭৮ সালে এই কাজে আমাদের অগ্রগতি মোটেই সন্তোষজনক নয়, এবং চলতি বছরেও এই কর্মসূচী রূপায়ণের ক্ষেত্রে আমাদের সেই মন্থরগতি অব্যাহত আছে।

সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকার জাতীয় জনসংখ্যানীতির পুনর্বিবেচনা ও পর্যালোচনা করে বিভিন্ন পরিসংখ্যান ও তথ্যের ভিত্তিতে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের একটি সুনির্দ্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা স্থির করেছেন এবং সেই লক্ষ্যমাত্রা পূরণের জন্য যে কর্মপদ্ধতি অনুসরণ করা প্রয়োজন তাও ঘোষণা করেছেন। জন্মনিরোধ অস্ত্রোপচার, লুপ প্রদান ও 'নিরোধ' বন্টনের ক্ষেত্রে চলতি বছরে এই রাজ্যের জন্যও একটি লক্ষ্যমাত্রা সুনির্দ্দিষ্ট করা হয়েছে। পরিবার কল্যাণ প্রকল্পের কাজে এখন আর কোনরকম জবরদস্তি বা বাধ্যবাধকতার কোন স্থান নেই। ফলে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে জনসাধারণকে জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি গ্রহণে আগ্রহী করে তোলার কাজের উপরই আমাদের সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করতে হবে। মা ও শিশুর পুষ্টি এবং স্বাস্থ্যরক্ষার কাজে যথাযথ গুরুত্ব আরোপ করে পরিবার কল্যাণ কর্মসূচীর কাজের সঙ্গে জনস্বাস্থ্যরক্ষার সার্বিক ব্যবস্থাকে সুসংহত করে গড়ে তোলা হয়েছে।

এই কর্মসূচীর মূলতঃ দুইটি দিক :—

প্রথমতঃ জনমনে অনুপ্রেরণা বা আগ্রহ সৃষ্টি করা। জনগণকে শিক্ষিত ও সচেতন করে তুলতে হবে যাতে তাঁরা ছোট পরিবার গঠনের আদর্শে অনুপ্রাণিত হন এবং 'ছোট পরিবারের আদর্শ'কে সুন্দরতর ও সুস্থতর জীবনযাপনের অন্যতম প্রধান উপায় হিসাবে গ্রহণ করেন।

দ্বিতীয়তঃ জন্মনিয়ন্ত্রণে আগ্রহী দম্পতিদের কাছে সবরকম সুযোগ সুবিধা পৌঁছে দিতে হবে।

আমি দৃঢ়ভাবে এই মত পোষণ করি যে, জনসাধারণকে অনুপ্রাণিত করে সীমিত পরিবার গড়ে তুলতে আগ্রহী করার এই কাজে শুধু সরকারী অফিসার ও বেতনভোগী কর্মচারীদের উপর নির্ভর করা আদৌ সঙ্গত হবে না। গ্রাম-পর্যায় থেকে রাজ্য পর্যায়ের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দকে এবিষয়ে অধিকতর দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। অন্যভাবে বললে, এই কর্মসূচীতে আমরা চাই সর্বস্তরের পঞ্চায়েত সংস্থা, সমাজসেবী, যুবনেতা, সমবায় সংস্থা, শ্রমিক সংগঠন, শিল্প সংস্থার পরিচালকমণ্ডলী ও অন্যান্য স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান-গুলির সক্রিয় সহযোগিতা। সুন্দরতর ও সুস্থতর জীবনযাপনের জন্য পরিবার কল্যাণ কর্মসূচীকে গণ আন্দোলনে রূপান্তরিত করা একান্তভাবে প্রয়োজন, কিন্তু সর্বস্তরের রাজনৈতিক নেতৃত্ব জনসাধারণের কাছে ছোট পরিবারের আদর্শকে জনপ্রিয় করে তোলার কাজে যথাযথ ভূমিকা গ্রহণে আগ্রহী না হলে এ কাজ সম্ভব হবে না।

রাজ্য সরকার এই কর্মসূচীকে খুব গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন। আপনাদের আন্তরিক সহযোগিতা ও সক্রিয় অংশগ্রহণ ছাড়া সরকারের এই গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচীর সার্থক রূপায়ণ সম্ভব নয়। আপনাদের কাছে আমার তাই বিনীত নিবেদন, আপনারা এই জাতীয় কর্মযজ্ঞে অংশগ্রহণ করে নিজ নিজ এলাকায় জনসাধারণকে এ সম্পর্কে শিক্ষিত ও সচেতন করে তোলার জন্য সচেষ্ট হোন, যাতে তাঁরা তাঁদের সমস্ত সংশয় ত্যাগ করে বিনা দ্বিধায় তাঁদের পরিবার সীমিত করতে আগ্রহী হন। পরিবার কল্যাণ কর্মসূচীতে এই রাজ্যের জন্য যে লক্ষ্যমাত্রা নির্দ্দিষ্ট করা হয়েছে তা পূরণের জন্য জেলায় জেলায় স্বাস্থ্যদপ্তরের কর্মী-বৃন্দ ও প্রশাসনযন্ত্রকে অধিকতর সক্রিয় করে তোলা হচ্ছে ; কিন্তু আমি আগেই বলেছি যে আপনাদের সক্রিয় সহযোগিতা ছাড়া এই কাজ সম্ভব নয়। জেলা-প্রশাসনও যে এই কাজে আপনাদের সর্বতোভাবে সাহায্য করবে, সে সম্পর্কেও আপনারা নিশ্চিত থাকতে পারেন। ধন্যবাদান্তে,

বিনীত—
স্বাঃ জ্যোতি বসু
মুখ্যমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ

পঃ বঃ রাজ্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তর কর্তৃক প্রচারিত।
Advt. No. 199/78-79

আপনার সৌন্দর্যকে ধ'রে রাখা
কি কষ্টকর ?

একেবারেই না—যদি বসন্ত মালতী আপনার প্রতিদিনের সঙ্গী হয়। লানোলিন, চন্দন তেল ও নানান উপাদানে সমৃদ্ধ বসন্ত মালতী আপনার ত্বকের সব রকম ক্ষয় রোধ করে। ত্বকের ছিদ্রপথগুলি বন্ধ হ'য়ে গেলে ত্বকের পক্ষে তা'র খাদ্য গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। তাই ক্রমে ত্বক শুকিয়ে আপনার সৌন্দর্য ম্লান ক'রে দেয়। বসন্ত মালতীর ব্যবহারে ত্বকের ছিদ্রপথগুলি খোলা থাকে, আর ত্বক তা'র উপযুক্ত খাদ্য গ্রহণ করতে পেরে আপনার সৌন্দর্যের কমনীয়তা বহু বছর ধ'রে অক্ষুণ্ণ রাখতে সমর্থ হয়। বসন্ত মালতীর সুগন্ধ সারাদিন ধ'রে আপনার মনে এক অপূর্ব মূর্ছনা জাগায়।

বসন্ত মালতী
রূপ প্রসাধনে অপরিহার্য

জি. কে. সেন এণ্ড কোং
প্রাইভেট লিঃ
জবাকুসুম হাউস,
কলিকাতা
নিউ দিল্লী

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত-প্রেস হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

Godrej

"The quality is never an accident.
But it is always the result of
an important efforts."

উক্তিটির সার্থক রূপকার *গোদরেজ*। গোদরেজের ষ্টীল আলমারী, অফিস আসবাব এবং রেফ্রিজেরেটর ও টাইপরাইটার এখন ষ্টীলজগতের এক এবং অনন্য। আপনার মনের মত সেরা জিনিসটি আপনি পছন্দ করে নিয়ে যান আমাদের শো-রুম থেকে।

★ এক এবং অনন্য পরিবেশক—

মেঃ ভকত ভাই প্রাঃ লিঃ
বোলপুর ★ বীরভূম
পিন : ৭৩১২০৪
ফোন নং ২৪১